কেমন করে সিনেমা তৈরি হয়

খাজা আহম্মদ আব্বাস

অনুবাদ
অমিতাভ চক্রবর্তী

কেমন করে সিনেমা তৈরি হয়
খাজা আহম্মদ আব্বাস
অনুবাদ : অমিতাভ চক্রবর্তী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৯

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

How Films Are Made *(Bangla)* by Khwaja Ahmad Abbas translated by Amitabh Chakraborti Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205
Cell: +88 01717217335 Phone: 02-9668736
First Edition: August 2019 Price: 175 Taka RS 175 US 7 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-94103-9-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

রুপোলি পর্দায় জাদু ৫
চলমান ছবি আসলে চলে না ৮
একদা এক ১২
আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ ১৭
সমুদ্রতীরে পিকনিক ২৬
ভূতুড়ে গলার গান ৩৩
সিনেমার টেমপো ৪১
লক্ষ জনতার গান ৪৭
কনের সাজ ৫৩
সিনেমার গণিত ৫৬
কেমন করে সিনেমা দেখতে হয় ৬১

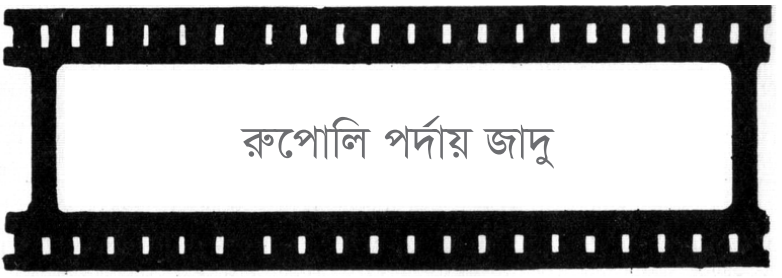

রুপোলি পর্দায় জাদু

চার পাশের আলো ক্ষীণ হতে হতে নিভে গেল। দর্শক ঠাসা হলঘর জুড়ে নেমে এল নীরবতা।

চেয়ারে বসে যারা টিকিয়া খাচ্ছিল, চিবোচ্ছিল মকাই, বন্ধ হলো তাও।

সকলেরই দৃষ্টি সামনের পর্দায়, যাকে বলা হয় রূপোলি পর্দা। কেননা, এর রঙ রুপোর মতো উজ্জ্বল সাদা।

পর্দার বুকে শুরু হয়ে গেল এক জাদুর খেলা। দেখতে পেলে, একটা বিজ্ঞাপনের ছবি চলছে। রঙিন অথবা সাদা-কালো। ছবিটাতে হয়তো বোঝানো হচ্ছে, ডঃ দাঁতওয়ালার টুথপেস্ট বা লাকি সাবান কেন সবার সেরা। কিম্বা, ধরো, দেখানো হচ্ছে সরকারি ফিল্ম ডিভিশন প্রযোজিত ভারতীয় সংবাদ বিচিত্রা। তাতে আছে নানা দৃশ্য : মন্ত্রীদের বক্তৃতা, জওয়ানদের কুচকাওয়াজ, বিক্ষোভকারীদের বাস পোড়ানো বা ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ক্রীড়ারত শিশুদের হাসিমুখ। অথবা প্রদর্শিত ছবিটি একটি রঙিন কাহিনিচিত্রও হতে পারে। এতে আছে একটি গল্প। আর আছে তোমাদের প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী—অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খান্না অথবা ধর্মেন্দ্র, দেব আনন্দ। হেমা মালিনী, শর্মিলা ঠাকুর অথবা পারভীন বাবী। ছবি যাই দেখানো হোক না কেন, সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ওই জাদুর খেলা। চলমান ছবির জাদু।

মোটরগাড়ি চলছে, ট্রেন ছুটছে, ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে। নায়ক বীরবিক্রমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এক ডজন ভিলেনের সঙ্গে, নায়িকা নাচছে, কমেডিয়ান হাসছে এবং তোমাদের হাসাচ্ছে। এসবই চলমান দৃশ্য। এ সবই জাদু।

তোমরা জানো, সিনেমা হলে যে ছবি দেখা যায়, তা আলোকরশ্মির সাহায্যে পর্দার বুকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কেমন করে ছবির মানুষগুলোকে রঙিন দেখায়? কেমন করে তারা চলাফেরা করে? তারা কেমন করেই বা কথা বলে অথবা গান গায়?

এদিকে ছবি চলছে। এতক্ষণে তোমরা পৌঁছে গিয়েছ এক জাদু মহলে ...হাজির হয়েছ এক রূপকথার রাজ্যে, যেখানে নায়িকারা অপূর্ব সুন্দরী, নায়করা স্বভাবে কেমন চটপটে আর পরে আছে জমকালো পোশাক, ভিলেনরা কালো আর দেখতে শয়তানের মতো। এইসব দেখতে দেখতে তোমরা আর তোমাদের নিজেদের জায়গায় নেই। পরিচিত গ্রাম, শহর বা দেশ ছেড়ে এমন এক দেশে পৌঁছে গিয়েছ, যা আগে জানা ছিল না। সেই নতুন দেশ তখনই সত্য, যতক্ষণ রূপোলি পর্দায় চলতে থাকে ওই জাদুর খেলা। পর্দার বুক থেকে ছবি মিলিয়ে গেলে জাদু শেষ। আর তখন হল জুড়ে আবার জ্বলে ওঠে আলো।

শাবানা আজমী

রূপোলি পর্দার বুকে চলমান ছবির এই জাদু দেখে তোমরা খুবই বিস্মিত। কেমন করে ঘটে এসব? কারা তৈরি করে ওই জাদু? অর্থাৎ, এক কথায়, তোমরা জানতে চাও, কেমন করে তৈরি হয় সিনেমা?

চলমান ছবি আসলে চলে না

বিজ্ঞান হলো সেই জাদুকর যে রূপোলি পর্দায় ছবিকে সচল করে তোলে। আসলে কিন্তু ছবি আদৌ চলে না। ছবির মানুষগুলোর চলাফেরার ভঙ্গি থাকে মাত্র। তোমাদের দেখে মনে হয়, ওরা বুঝি সত্যি সত্যি চলছে। আসলে ওগুলো হলো রঙিন অথবা সাদা-কালো স্বচ্ছ ফিল্মে তোলা পরপর সাজানো স্থির চিত্রের সমাহার। ফিল্মে তোলা একটি ছবির আকার বলতে গেলে একটি ডাক টিকিটের আয়তনের কিছু বেশি। কিন্তু পর্দার বুকে যখন প্রতিফলিত করা হয়, তখন তার আয়তন অনেক অনেক বড় দেখায়—প্রায় একশত গুণ। ছবি দেখানো হয় আলোকরশ্মির সাহায্যে। অপারেটর তার যন্ত্রের সাহায্যে পর্দার বুকে ওই বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত করেন। আর তারই সাহায্যে ছবি পর্দার বুকে আলোয় ভেসে ওঠে।

তোমরা চলমান জাদুর মূল ব্যাপারটা চোখে দেখলে, যদিও সঠিকভাবে তা জানা নেই।

আচ্ছা, তোমরা নিশ্চয়ই প্রদীপের আলো, লণ্ঠন অথবা আগুনের সামনে বসেছো। তখন যদি আলোর সামনে হাতের পানজা মেলে ধরো,

দেখবে তারও ছায়া পড়েছে দেয়ালে। এবার যদি ওই হাতের আঙ্গুল নানা রকম ভাবে মুড়ে নেও, বেঁকিয়ে ধরো, তাহলে দেখবে দেয়ালের ছায়ার চেহারা বদলে গেল। কোনটা হয়েছে খরগোসের মতো, কোনটা বেড়ালের মতো, কোনটা বা ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখির মতো। আবার দেখবে, তোমার হাতটা যত আলোর কাছে নিয়ে আসবে, দেয়ালে ছায়াছবিও ততই বড় দেখাচ্ছে। বিশ্বাস করো আর নাই করো, ছেলেমানুষী ওই ছায়াবাজি খেলাই কিন্তু সিনেমা শিল্পকলার গোড়ার কথা।

তোমরা কি দেখেছো, তোমাদের ছোট ভাইটি রঙ কিম্বা রঙিন পেনসিল দিয়ে কেমন মজাদার সব ছবি আঁকে-বাড়ির, গাছের, বেড়ালের কিম্বা ইঁদুরের? ছোট ভাইটি যে সব ছবি আঁকে তাতে যা সব মজার ব্যাপার থাকে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় ওয়ালট ডিজনের শিল্পকলার-যিনি বিশ্ববিখ্যাত কারটুন সিনেমা ও মিকি মাউসের স্রষ্টা। আর এই করে তিনি জগৎজোড়া সব বয়সের লক্ষ লক্ষ শিশুর মন জয় করে নিয়েছেন।

তোমরা কি কখনও তোমাদের স্কুলের নাটকে যোগ দিয়েছ, তাহলে সেই নাটকের স্টেজটাকে কল্পনা করো একটা স্টুডিও বলে, যে স্টুডিওতে ছবি তৈরি হয় আর অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করে থাকেন।

তোমরা অথবা তোমার বন্ধুদের কারো কাছে একটা বক্স ক্যামেরা আছে? সে কি কখনও তোমার ছবি তুলেছে? অথবা ঐ ক্যামেরা দিয়ে তুমি কি তোমার বন্ধুর ছবি তুলেছ? ছবি তোলার জন্য তুমি যখন ক্যামেরার সামনে দাঁড়াও, তখন তোমার চেষ্টা থাকে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াতে যাতে তোমাকে সবচেয়ে ভালো দেখায়। আর তার জন্য তুমি হয়তো মাথাটা একটু এদিকে অথবা ওদিকে হেলিয়ে দিলে। এই যে তুমি এসব করছ, এ সবই হচ্ছে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাজ। তাঁরাও ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান নানা ভঙ্গিমায়। বক্স ক্যামেরায় ছবি তুলছে যে ছেলেটি, সে তোমাকে বললো মুখটা একটু উঁচুতে তুলতে বা একটু নিচে নামিয়ে আনতে যাতে আলো তোমার মুখের সব জায়গায় ঠিক ভাবে পড়ে। ছেলেটির এই কাজ আসলে সিনেমার ক্যামেরাম্যানের, এমন কি সিনেমার পরিচালকের কাজের মতোই।

তোমরা কি কমিক্স পড়েছো? যাকে বলা যায়, চিত্রে কাহিনি। ১৬, ২০ বা ২৪ টি ছবিতে যেখানে বলা হয়েছে একটি গল্প। প্রায় একই কায়দায় সিনেমার গল্পও ভাগ করা হয়ে থাকে কতকগুলো ঘটনায়। দৃশ্যে, সটে। একটি কমিক্স-এর খরচ বড় জোর একটি টাকা, কিন্তু সিনেমা করতে খরচ কম করেও দশ লক্ষ কিংবা তারও বেশি টাকা। টাকার ফারাক যাই হোক, পদ্ধতিটা কিন্তু একই।

তোমরা কি সচল সচিত্র গল্পের বই নিয়ে খেলেছ? ঐ সব বইয়ের প্রত্যেক পাতায় আঁকা ছবিগুলো মনে হয় একই রকমের দেখতে। খুব কাছের থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে এমনিতে একই রকমের দেখতে লাগলেও একটা ছবি থেকে আর একটা ছবিতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে—হাত আর পা একটু একটু সরানো। পর পর এইরকম সামান্য পার্থক্য রেখে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে। এখন তোমরা এই বইয়ের পাতাগুলো দ্রুত সরাতে থাকলে দেখবে নিশ্চয় ছবি সচল হয়ে উঠেছে। যেন ছবিতে আঁকা মানুষটা প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তখন আর ঐ ছবিগুলো অনেক ছবি দিয়ে গাঁথা ছবির মালা নয়, বরং একটি সচল ছবি।

পদ্ধতিগত দিক থেকে ঐ সচিত্র গল্প বইয়ের পাতা দ্রুত ওলটানোর জন্য তোমাদের হাতের আঙ্গুল যে কাজটি করল, সিনেমার প্রোজেকটারও তাই করে থাকে। পর্দার বুকে একের পর এক ছবি প্রতিফলিত হয়ে থাকে সমান গতিবেগ রক্ষা করে। আর তখনই মনে হয়, ফিল্মের স্থির

জিপ গাড়ি থেকে শুটিং

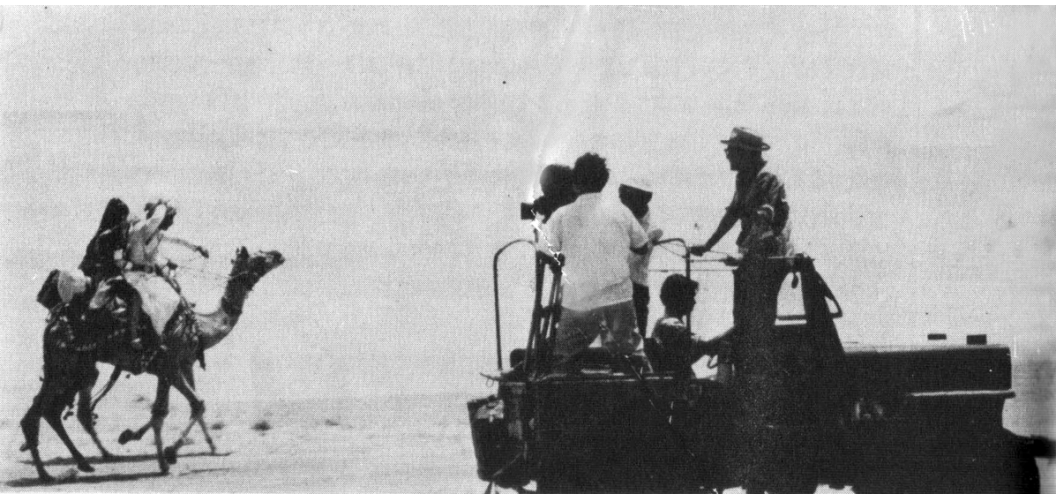

চিত্রগুলো পর্দায় সচল হয়ে উঠেছে। গতিবেগের একটি হিসেব আছে। প্রতি সেকেন্ড ২৪টি ছবি (ফ্রেম)।

ফিল্মের ক্যামেরা সাধারণ ক্যামেরার মতোই। বন্ধুর ক্যামেরার সঙ্গে পার্থক্য সামান্যই। ফিল্মের ক্যামেরা দিয়ে প্রতি সেকেন্ড পর পর ২৪টি ছবি তোলা যেতে পারে একটা লম্বা ফিল্ম-ফিতেয়। একটানা অনেক ছবি তোলার সময়, একটি ছবি তোলা হলেই পরবর্তী ছবির ফ্রেম আপনিই এসে হাজির হয়। এই ভাবে প্রত্যেকটি ছবির জন্য ফ্রেম পর পর এগিয়ে যায়।

সমস্ত ফিল্মে ছবি তোলা হয়ে গেলে, সেই লম্বা ফিল্ম-ফিতে (রীল) প্রজেকটারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে সেই একই গতিতে, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ড ২৪টি ছবি বা ফ্রেম। একটি ফ্রেম শেষ হলে অনুমাত্র সময়ে দ্বিতীয় ফ্রেম হাজির হয় আলোকরশ্মির সামনে এবং একই পদ্ধতিতে ছবি ভেসে ওঠে পর্দার বুকে। ফিল্ম-ফিতে এত দ্রুত গতিতে চলতে থাকে যে দু'টি ফ্রেমের ছবি প্রদর্শনের মাঝখানে অনুমাত্র সময়ের ব্যবধান চোখেই পড়ে না। বরং মনে হয়, গোটা ছবিটা একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে। ফিল্ম-ফিতে বা রীলের চলনটা সেলাই কলে একটানা সুতো চলার মতোই।

ছবিকে সপ্রাণ করে তোলার পদ্ধতি কিছুটা জটিল বটে, কিন্তু এতে মজাও আছে। শিক্ষণীয় তো বটেই। মনে হয় জাদু, কিন্তু জাদু বলতে বোঝায় এর বিজ্ঞান ও কারিগরির দিকটাকে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রের মূল নিয়ম-নীতিকেই এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। তোমরা যদি জানতে পারো কীভাবে সিনেমা তৈরি হয়, তাহলে সিনেমা দেখার আনন্দ আরও বেশি পাবে।

কিন্তু সিনেমা তৈরি হওয়ার আগে চিত্রনাট্য লেখা হওয়া চাই। চিত্রনাট্য লেখার আগে সিনেমা করার কথা ভাবেন পরিচালক। আর গল্পের ভাবনা লেখকের।

সিনেমা তৈরি হয় যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু যন্ত্র সেই কাজই করতে পারে যা মানুষের মন ও মনন করতে চায়।

একদা এক

একদা এক রাজা ছিল... ...

তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ঠাকুমা, দিদিমা বা মা কিংবা কাকিমা, জ্যেঠাইমাদের কাছে গল্প শুনেছ, যার শুরু ঐ ভাবে।

সেই রাজার ছিল সাতটি সুন্দরী মেয়ে অথবা একটি ছেলে। রাজপুত্র এক দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী। সাদা ঘোড়ায় চড়ে সে চলেছে গভীর বনের মধ্য দিয়ে। সে চলেছে বন্দিনী রাজকন্যাকে কালো দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতে...

গল্প রাজা আর রাজকুমারীদের নিয়ে, পরী আর দৈত্যদের সম্পর্কে কিংবা উড়ন্ত কার্পেট ও পক্ষীরাজ ঘোড়ার। কখনও কখনও গল্প হতে পারে সাধারণ মানুষদের নিয়ে, বাচ্চাদের নিয়ে।

তোমরা এইসব গল্প পড়ো তোমাদের পাঠ্য বইয়ে, গল্পের বইয়ে, উপন্যাসে। তোমাদের পড়া গল্প মঞ্চে নাটক হতেও দেখো।

সিনেমা হ'ল সর্বাধুনিক মাধ্যম, যার সাহায্যে এক সঙ্গে হাজার হাজার লোকের সামনে গল্প বলা যায়।

কিন্তু সবার আগে একজনকে একটা গল্পের কথা ভাবতে হয়।